ইত্তেফাক

তারিখ 12 SEP 1986
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

027

দৈনিক
ইত্তেফাক

শুক্রবার, ২৬শে ভাদ্র, ১৩৯৩

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জীর্ণদশা

প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শোচনীয় অবস্থার যে চিত্র মাঝে-মধ্যে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তাহাতে সচেতন ব্যক্তি মাত্রই উদ্বিগ্নবোধ না করিয়া পারেন না। উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের সমৃদ্ধি বা সমাজের মান উন্নয়নে ভিত্তিভূমি রচনা করিয়া থাকেন সাধারণভাবে সচেতন এই নাগরিকেরাই। বলা বাহুল্য, সাধারণ নাগরিকদের সচেতনতার এই শিক্ষার উৎস প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ। এই দিকের বিচারে বলিতে হয়, মাতৃভাষা, সাধারণ গণিত, ইতিহাস, সাহিত্য, ভূগোল, সমাজ-পাঠ ও ধর্ম-বিষয়ে শিক্ষাদানে প্রাথমিক বিদ্যালয়-সমূহের ভূমিকা জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকল দেশেই প্রাথমিক শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপিত হয় বিশেষতঃ এই কারণে। তাহা-ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থার ইহাই এক মাত্র স্তর যেখানে দেশের সকল নাগরিকের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা আছে। অথচ দুঃখজনক হইলেও সত্য যে: জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী এই শিক্ষা-স্তরটিই এদেশে নানা ত্রুটি ও সমস্যায় আকীর্ণ।

ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক সংবাদে রংপুর, বগুড়া, শেরপুর, মেহেরপুর, লালমনিরহাট, রায়পুর, রামগঞ্জ, শরীয়তপুর, সুনামগঞ্জ, সাতক্ষীরা, ডোলা ও বরগুনাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েক সহস্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায়, শতকরা ৫০ ভাগ বিদ্যালয়ের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, ব্লাক বোর্ডের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। উপরন্তু বিদ্যালয়ের বেড়া নাই, ছাদ আছে তো তাহা জীর্ণ। বর্ষাকালে মঝোরে বৃষ্টি পড়ে। অনেক বিদ্যালয়গৃহ আবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীরা গাছের তলায় ক্লাস করে। অন্যদিকে শিক্ষকের সংখ্যা খুবই কম। কোন কোন বিদ্যালয় কখনো কখনো একজন-দুইজন শিক্ষক দ্বারাও চালিত হয়। এমন অভিযোগও রহিয়াছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে গৃহ নির্মাণ ও আসবাবপত্র ক্রয়ের অর্থ বরাদ্দ হইলেও সেই গৃহ ও আসবাবপত্র নির্মাণের অর্থ আত্মসাৎ করা হয়। ইহা অনস্বীকার্য যে, দশকোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত এই দেশের শিক্ষার ব্যয় যথাযথভাবে নির্বাহের সামর্থ এই দরিদ্র দেশের থাকার কথা নয়। তবে এই শিক্ষার জন্য বিদেশ হইতেও বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ-সাহায্য আসে। এই সাহায্যের প্রসঙ্গ বাদ দিলেও প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বর্তমানে ক্রমবর্ধমান হারে যে অর্থ বরাদ্দ হইয়াছে, আমাদের বিশ্বাস, সঠিকভাবে ব্যয় হইলে এই অর্থেও দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্যা বহুলাংশে মোকাবিলা করা সম্ভব। এ জন্য বিদ্যালয়-গৃহ ও আসবাবপত্র নির্মাণে বিরাজমান চুরি-চামারি সর্বাগ্রে বন্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক, তাহা হইল, বিদ্যালয়সমূহে পূর্বের তুলনায় ছাত্র-ছাত্রী এখন অনেক বেশী। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নাই, বিশেষ করিয়া পল্লী অঞ্চলে। অথচ আমরা চাই দেশে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি করিতে। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি যেমন জরুরী তেমনি জরুরী চালু প্রাইমারী স্কুলসমূহের ভবন পাকা করা এবং শিক্ষা সরঞ্জামে স্কুলগুলিকে সমৃদ্ধ করা। সুদৃশ্য স্কুলভবন এবং শিক্ষা সরঞ্জামসমৃদ্ধ স্কুল প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুদের মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে উহার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হইয়া থাকে।